শিক্ষায় কর প্রত্যাহারের দাবি এমপিদের

সংসদে আজ

বাজেট আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আগামী অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষার ওপর ১০ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর আরোপ করায় জাতীয় সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা। এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ বলেছেন, এটা সরকারের নীতিবিরোধী। এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হবে। গতকাল বুধবার সকালে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এই দাবি জানান।

আলোচনায় পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া। আলোচনায় আরো অংশ নেন সরকারদলীয় সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, মো. ইসরাফিল আলম, এইচ এন আশিকুর রহমান, নুরুল মজিদ হুমায়ুন, মনিরুল ইসলাম, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হাজি মো. সেলিম ও ডা. রুস্তম আলী ফরাজী এবং বিরোধী দল জাতীয় পার্টির এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও মো. ফখরুল ইমাম।

বিরোধীদলীয় সদস্য ফখরুল ইমাম ও স্বতন্ত্র সদস্য হাজি মো. সেলিম শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমানোর সমালোচনা করেন। হাজি সেলিম বলেন, শিক্ষা খাতে সাফল্য থাকলেও এবার বাজেটে বরাদ্দ কমানো হয়েছে, যা দুঃখজনক। তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য অর্থমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমানোকেও অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেন সেলিম।

আলোচনাকালে মাহবুব-উল-আলম হানিফ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে না পারার জন্য বিনিয়োগ বোর্ডকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, এর দায় বোর্ডকেই নিতে হবে। বোর্ডকে ঢেলে সাজাতে হবে।

হানিফ ৬১টি আলাদা শিল্পাঞ্চল গড়ার পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এটি বাস্তবায়িত হলে এখান থেকে চার হাজার কোটি ডলার আয় হবে, যা এবারের বাজেটের চেয়েও বেশি। আর এখানে কর্মসংস্থান হবে এক কোটি মানুষের। এই বাস্তবতা প্রমাণ করবে, বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠছে। বাজেটে নারী উন্নয়নে বরাদ্দকৃত ৮০ কোটি টাকাকে বাড়িয়ে ৩০০ কোটি করারও প্রস্তাব করেন তিনি।

এমআরপি নিয়ে ক্ষোভ : প্রবাসীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পানির কাজের অগ্রগতি নিয়ে জাতীয় সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য ইসরাফিল আলম।

বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, এমআরপি দেওয়ার দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া হয়েছিল তাঁদের পারফরমেন্স ভালো নয়। তাঁরা প্রবাসীদের সঠিকভাবে পাসপোর্ট দিতে পারছেন না। তাদের প্রবাসজীবনকে তাঁরা হুমকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। তাই প্রবাসীদের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

আলোচনাকালে তিনি সংসদপত্রে অষ্টম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন, দফাদার-চৌকিদারদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো, নন-এমপিওভুক্ত স্কুলশিক্ষকদের ভাতা, ভেজাল খাদ্য রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিরোধী দলের সমালোচনা : সংসদে বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হাজি মো. সেলিম। তিনি বলেন, 'সংসদে বিরোধী দল থাকলেও আমাকেই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে হয়। বিরোধী দল সেভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে না বলেই আমাকে বাধ্য হয়ে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে হয়।'

প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থনৈতিক অঞ্চল করার জন্য বরাদ্দ দেওয়ায় সাধুবাদ জানিয়ে হাজি সেলিম বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চল শিল্প খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। শিশুদের জন্য প্রথমবারের মতো বরাদ্দ রাখায় সরকারের প্রশংসা করেন তিনি। সব মুক্তিযোদ্ধাকে ১০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করেন সেলিম।